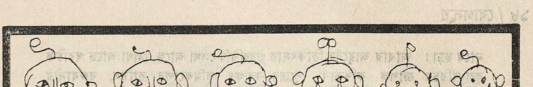

মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাতা

স্বনামধন্য পুত্রের পিতা কথক মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী। যশোহর জেলার বনগ্রাম মহকুমার বারাকপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। জন্ম সন আনুমানিক, ১৮৫৪, মৃত্যু, ১৯২২। পিতা তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পেশায় কবিরাজ। কিন্তু পুত্রের ছিল দেশ ভ্রমণের নেশা, উৎসাহ ছিল গান-বাজনায়। মদন-মাস্টারের সঙ্গে পরিচিতি ছিল বলে শোনা যায়। উদাত্ত কণ্ঠস্বরের অধিকারী মহানন্দ মুখে মুখে ছড়া, কবিতা বাঁধতে পারতেন। শেষ পর্যন্ত কথকতাকে পেশা হিসাবে নেন। উদ্ধব শিরোমণি তাঁর গুরু। ইংরাজি ভাষার সঙ্গে মহানন্দের পরিচিতি ছিল, গ্রাহক ছিলেন হিন্দি বঙ্গবাসী পত্রিকার। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছিলেন কিনা, তা জানা যায় না। যৌবনে সংস্কৃত শিখতে কাশীধাম যান এবং সমগ্র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ করেন। পারিবারিক শ্রুতিতে, গল্প-গাথায় চা-পানের প্রতি তাঁর আসক্তির কথা প্রায়ই শোনা যায়। 'ভুবনমোহিনী' নামে একটা নাটকও লিখেছিলেন, সেটি ছাপা হলেও এখনো পর্যন্ত নাটকটির কোন মুদ্রিত নমুনা চোখে পড়েনি। পেশাদার কথক হিসাবে মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘুরে বেড়াতেন। জমিদার বাড়িতে, সম্পন্ন গৃহস্থের দোচালাতে বা সাধারণ গৃহস্থের বাড়িতেও তিনি পাঠ করতেন। শোনা যায় যে পুত্র বালক বিভূতিভূষণ "পিতার অনুকরণে বারাকপুর গ্রামের গাছপালা ও বাঁশঝাড়কে শ্রোতা-রূপে কল্পনা করিয়া কথকতা করিতেন"। পথের পাঁচালীর একাংশের নামই তো অক্রূর সংবাদ, কথকদের চির অভ্যস্ত পালা।

শ্রী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে আমরা যা পেয়েছি, তা এখানে কিছুটা সন্নিবেশিত করা হল। মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রমণকাহিনীর একটি ছেঁড়া পাতা ও তাঁর লেখা পুথির একটা পাতড়া। পাতা দুটি ছিন্ন জীর্ণ ও কীটদষ্ট, ফলে মাঝে মাঝে পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। ভ্রমণকাহিনীতে কৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষটি কৌতূহলোদ্দীপক। কথকতার পাতার অংশটি, ঐতিহ্যানুসারী, সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা ভাষার মিশ্রণে রয়ানটা তৈরি হয়েছে।

অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের খাতাটি। ১৮৯০ সনের খাতা, সঙ্গীতসার। কালিতে লেখা। কথকদের গান গাইতে হত, লাগসই ছড়া কাটতে হত। সেই কাজেই খাতাটি ব্যবহৃত হত। আয়তন ও আকৃতি ডিমাই ১×৮। পৃষ্ঠা নম্বর নেই। মোট ২৪ পৃষ্ঠা।

কথকদের মধ্যে প্রচলিত রীতি, গান ও পদাবলী সংগ্রহ করা, যাতে সময়মত ব্যবহার করা যায়। এই খাতাতেও নানা লোকের নানারকম গান আছে। প্রসাদী গান, বাউল সুরের গান, মধুকাণের গান, কাঙাল ফিকিরচাঁদ, মদনমাস্টার, হিন্দীগান, দোঁহাবলী, গোবিন্দ অধিকারী ও মোহন দাসের গীত।

কিন্তু এই সঙ্গীতসংগ্রহের পুথিটি কিছুটা খেরোর খাতার লক্ষণবিশিষ্ট। এতে টুকরো টুকরো ছড়া বা প্রবাদসংগ্রহ আছে। যেমন—স্টেশন, উইলসেন আর কেশব সেনের

নামে ছড়া। আবার আয়ুর্বেদ চিকিৎসার ঔষধবিধি লেখা আছে, লেখা আছে স্বরচিত কুল-পরিচয় জ্ঞাপক কবিতা। পুত্রের জন্মক্ষণ, ভূমিকম্পের তারিখ, বঙ্গবাসীর গ্রাহক নম্বর বা স্বরচিত কুল-পরিচয় জ্ঞাপক কবিতা, সবই এই খাতাতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

আমরা এই অংশে কাশী প্রসঙ্গ কথক মহানন্দের স্বরচিত কবিতাটির বিশদ অংশ উদ্ধৃত করলাম। অনেক জায়গা অস্পষ্ট আছে। সাধ্যমত পাঠোদ্ধার করা হল। কবিতায় কথকতার কথা বার বার ফিরে এসেছে। এই কবিতা পাঠ কোনো কোনো পাঠকের মনে কথক হরিহর ও কাশীতে তাঁর জীবনচর্চার স্মৃতিকে উসকে দিতে পারে।

এই পাতড়া ও খাতা ব্যবহার করার অনুমতি দেবার জন্য ও সর্বতোভাবে সহযোগিতা করার জন্য আমরা শ্রী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। পাতড়া ও খাতার স্বত্ব শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এর পুনর্ব্যবহার তাঁর অনুমোদন সাপেক্ষ। ৩১শে আগস্ট ১৯৯৩ সনের সাক্ষাৎকার ও বিভূতি রচনাবলী, ১ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭৮-এ সন্নিবেশিত চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের রচনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

ভ্রমণ পঞ্জীর একপাতা

গোবর্দ্ধন গিরির ৭ ক্রোশ পশ্চিমে বরসান নামক গ্রামে বৃকুভানু রাজার বাড়ি ছিল। এই বৃষভানু কথাই শ্রী রাধিকা। বরসানে বৃষভানু রাজার স্মরণার্থ একটা মন্দির আছে, এই মন্দিরের মধ্যে বৃষভানু ও তাঁহার স্ত্রী কীর্তিকী এবং পুত্র শ্রীদামাদির প্রতিমূর্ত্তি আছে। বরসানে ব্রহ্মা পর্ব্বত নামে একটী পর্ব্বত আছে, এই পর্ব্বতের উপরে মন্দিরের মধ্যে শ্রীরাধিকার মূর্ত্তিও দেখা যায়। পূর্ব্বে চির মাঠের অর্থ বস্ত্রহরণের ঘাট অর্থাৎ এই স্থলে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদি জলকেলীর সময় বস্ত্রহরণক শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ মহাত্মাই বটে !! বৃন্দাবনের…

কথকতার পুথির এক পৃষ্ঠা

চিন্ময়া অধুনা কি করিষ্যামি। অত্রাবসবে। মহোন্ধকারাত্রৌ। সর্ব্ব অদৃষ্ট জ্ঞাবো। তত্রনানা বৃক্ষেতে শোভা। ঘোরবনানিসন্তি। তৎ দৃ। অশ্বথামা। ক্রমেণ সমুন বৃক্ষ ভর্ত্তোননং কৃবো শিবমস্তকে প্রহার কারয়া শিবঃ তানিবৃক্ষাণিগ্রাসযা অনুবনিকপার্শ্বে একো বিল্ববৃক্ষোস্তি। অশ্বথামা ত ওঁ পাট থিবো শিরশি প্রহার কারয়া। অনু আশুতোষঃ বিল্ববৃক্ষস্র প্রহার শিরসি প্রাপ্মঅযেস্ত আত্রক্ষো পূজো। ওঁ স্তোকেকঃ মম পরম ভাক্তাসি সমুন-শাখাখা বিল্ববৃক্ষেণ নিষাযা মমপূজামকরো কঃ পুরুষঃ চন্দনেন মিশ্রিত কারাযিত্তা। শতসহস্র নক্ষ। সংক্ষা কৃরো। মমপূজা কারযা এবং প্রকারেণ। কোপি মমপূজা নকরোতি। তস্মা—কি বরবৃণু। এতৎশ্রুণু। অশ্বথামা শিক পপাতচরনৌপান্তে ছিল্বমূন ইবাদ্রুসঃ। এক প্রকারেণ শিবচরণোপান্তে পতিবো। ওঁ। হে প্রভোমমাপরাধ [?] ক্ষারদেহি এতৎশ্রুণু। শিবওঁ। ভো অশ্বথামন্ তব পাপ নাস্তি। যস্মাৎ কি এক প্রকারেণ মমপূজা কারষা [?] "এতৎশ্রুণু। অশ্বথামা ওঁ যদি তুষ্টোসি। তদাব্বার দেহি তৎশ্রুণু। তৎক্ষণা—। স্তবাদিক ২।।

সঙ্গীত-সার।

শ্রীমহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত।

মুঙ্গের।
১২৯৭। চৈত্র।

সঙ্গীত-সার।

শ্রীমহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
[শাস্ত্রী কথক]
কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

মুজফ্ফরপুর।
সাকিম বারাকপুর।
১২৯৭। চৈত্র।

কাশী।

কাশী ফাঁসী সর্ব্বনাশী, নীনা চমৎকার।
তীর্থবাস দূরে থাক্, পায় নমস্কার॥
ভগবতী ভাগীরথী উত্তর বাহিনী।
বহিতেছেন বারাণসী, দিবস যামিনী॥
সুবর্ন মন্দির মাঝে, নিঙ্গ বিশ্বেশ্বর।
আর কত নিঙ্গ কাশী, সংখ্যা নাই তার্॥
ঘাটে পথে মঠে মাঠে, গড়া গড়ি যায়।
মোট কথা পড়ে আছে জরাগ্রস্ত প্রায়॥
তীর্থেতে বিরক্ত বড়, করে পাণ্ডাগণ।
মোণ্ডা দিয়ে ঠাণ্ডা করা, হয় দুর্ঘটন॥
জুয়োচুরী, বাটপাড়ি, বঞ্চনা, ছননা।
মূর্ত্তিমতি কাশীধাম···না হয় বর্ণনা॥

গয়া।

তীর্থ নিন্দা অধোগতি শাস্ত্রের বচন···।
ভুক্ত ভোগী বনে ভাই, দিনু বিবরণ···॥
অন্নদান সমদান, সংসারেতে নাই—।
তাহার দৃষ্টান্ত শুদ্ধ, কাশী ধামে পাই॥
অকাতরে অন্নব্যয়, প্রতিদিন কাশী···।
ভুকী, দুঃখী, কেহ নাহি রহে উপবাসী···॥
স্বর্ণথালা হাতে নয়ে স্বয়ং কাশীশ্বরী···॥
দ্বারে দ্বারে অন্ন দেন, যেন দয়া করি···॥
অন্নসত্র দেখে এস ; বারাণসী পরে।
অন্নপূর্ণা বিনা ভার ; কেবা নতে পারে ?॥
জয় মাতঃ অন্নপূর্ণা করি নমস্কার।
অন্ন জ্বালা বড় জ্বালা, কহিনাম সার্···॥
আরতি সুন্দর বড়, বিশ্বেশ্বর ঘরে···।
সায়ংকালে দরশনে, দেহ মন্ হরে···॥
বোধহয় কাশীনাথ, স্বয়ং আবির্ভাব···।
দর্শকের মনোমধ্যে, হয় এই ভাব···।
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা, কাশী বড় ঘটা।
বিসর্জ্জনে গঙ্গাতীরে, দেখতে ভারিছটা···॥

এতশোভা মনোনোভা, কোথা নাহি হয়।
সাহেব সুবা এসে কত, ছবি তুলে নয়··· ॥
'বুড়ুয়া-মন্দির' মেনা, নীনা বড় তার··· ।
ফাল্গুনেতে প্রায় হয়, দেখতে চমৎকার ॥
নৌকার উপরে মেনা, গঙ্গা গর্ভে হয়।
অহোরাত্র তিন দিন, উৎসব রয়··· ॥
কত নৃত্য, কত গীত, কত বাদ্য ভাণ্ড··· ।
'বুড়ুয়া মন্দির' জেনো, যবনের কাণ্ড··· ॥
বেদের গণনা আর, জ্যোতিষের ব্যাখ্যা।
কাশীধামে ভান হয়, কর গিয়া শিক্ষা··· ॥
ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র চর্চা, সম্ভবতঃ হয়।
স্থানে স্থানে সঙ্গীতের ; আছে পরিচয় ॥
(আমি) হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষা ; পড়ি কাশী ধামে।
বিদ্যা বুদ্ধি মুখশুদ্ধি ; পড়াশুনা নামে ॥
ষণ্ডা ষণ্ডা গুণ্ডা বড় ; কাশী বাস করে।
সাবধানে না থাকিনে, গনাটিপে ধরে ॥
বিনা দোষে একদিন, পড়েছিনু দায়।
গুণ্ডাহ'তে মানটা রাখতে, দুটি টাকা যায় ॥
ব্রাহ্মণের অনুপায়, কাশী নাহি হয়··· ।
পরিচয় ভান হনে, পেট চনে, যায় ॥
'ষোল আনা' অধিষ্ঠান' আর মধুপুরী'··· ।
প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণের ; তিনটি চাকুরী··· ॥
মজাকোরে পেটটানো ; বসে থাক ঘরে।
মাসে মাসে কিছু দান ; পাবে তুমি করে ॥
কোন মাসে তিন চার, কোন মাসে ছয় ···।
ষোল আনা অধিষ্ঠান ; তাহাকেই কয়··· ॥
(পুনশ্চ) নিত্যযদি নিমন্ত্রন ; জুটাইতে পারো··· ।
তবেই তোমার প্রতি ; হাতে পোয়া বারো ॥
তার মন্দ কত রূপ, প্রতিদিন থাকে।
দক্ষিণার পয়সায় ; ভাঁড় ভোরে যাবে ॥
কত যুবা এইরূপ অন্নদাস হয়ে··· ।
পড়ে আছে কাশীধামে, পরকান খেয়ে ॥
ধন্যকাশী বারাণসী ; মহিমা তোমার।
কত নীনা কর মাগো ! বুঝে সাধ্য কার ? ॥

সভাতে বিচার বড় দেখতে পরিপাটী।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে দ্বন্দ্ব, ক্রমে নাঠানাঠী ॥
মনে হয় শিক্ষা কিছু, করি এই বার।
সাক্ষী দিতে হয় পাছে, থাকা বড় ভার ॥
মূল ব্যাখ্যা, 'কথকতা', বারমাস হয়।
কাশীধাম মধ্যে এটী, মুখ্য পরিচয়… ॥
পঞ্চক্রোশী মধ্যে কত, নিঙ্গ আর তীর্থ… ।
পণ্ডিতে জানেনা হেথা, মেয়ে জানে তথ্য ॥
সাধু শান্ত সহরেতে, কচিৎ দেখা যায়।
যেথা সেথা দরশন, ভাগ্যে ঘটা দায় ॥
ভিক্ষুক ভূকীর কথা, ছেড়ে দাও ভাই… ।
পথে ঘাটে কত আছে সংখ্যা নাহি পাই ॥
মেয়ে ছেনের চরিত্র ; কিছু ভান নয়… ।
একরূপ সব তীর্থে, প্রায় দেখা যায় ॥

(আঁবির)

দেওয়ানি হোনীনামে, দুইটী উৎসব… ।
বড় ধুম নেচে উঠে—; ছেনে বুড়ো সব— ॥
দেওানিতে জুয়া খেনা হয় গনি গনি।
হোনিতে আবির কাণ্ড, আর গানাগানি ॥
বারাণসী পরপারে ; ব্যাসকাশী নাম।
ব্যাসেশ্বর শিব নিঙ্গ ; আর রাজ ধাম… ॥
মহারাজ কাশীরাজ ঈশ্বরী প্রসাদ… ।
ধার্ম্মিক সুধীর বড় কাশীতে প্রবাদ… ॥
বিশেষ সম্মান ছিন, গবর্ণমেন্ট্ বারে… ।
বর্ত্তমানে দেহ ছেড়ে রাজা স্বর্গ পরে… ॥
ব্যাসকাশী মোনে গাধা, কাশীবাসী কয়… ।
কেদার মণ্ডেতে নেখে ; কথা মিথ্যা নয়… ॥
কাশীতে ছাড়িনে দেহ, পায় মুক্তিপদ… ।
শিববাক্য সত্য সত্য, নাহি হয় রদ… ॥
প্রস্তর নির্ম্মিত বাড়ি ; প্রায় কাশী পরে… ।
বড় বড় ইমারত, শোভে গঙ্গা তীরে… ॥
রাস্তা গুনি বড় গনি, চনাফেরা দায়… ।

পাসাপাসি হনে দুটী মাথা ফেটে যায়··· ।।
দিবানিশী নোকচনে, সংখ্যা নাই তার্··· ।
কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, বুঝে উঠা ভার্··· ।।
কার্ত্তিক দেবতা মধ্যে, নর মধ্যে উড়ে··· ।
এছাড়া সকল জাত্, আছে কাশী জুড়ে ।।
নির্ম্মন কনের জন ; দেখ ঘরে ঘরে··· ।
গঙ্গাজন চক্ষুজন ; কেনে শোক ভরে··· ।।
বড় ভক্ত যিনি তাঁর, গঙ্গাজনে স্নান··· ।
যার তার্ কাছে গঙ্গা, নাপান্ সম্মান··· ।।
মরি মরি দয়াবতি ; মাতা ভাগীরথি ! ··· ।
কোথা তব ভগীরথ, দেখাও দুর্গতি··· ।।
শ্মশান ভীষণ বড় ; মণি করণিকা··· ।
কত শব দাহ হয়, নাহি লেখা জোখা··· ।।
দিবা রাতি চিতা জ্বলে, ধূ ধূ রবে··· ।
হু-হু-করে প্রাণ ; কবে যেতে হবে··· ।।
কত দেহ পড়ে আছে, জাহ্নবীর তটে··· ।
পূতিগন্ধ শ^বগন্ধ নাসারন্ধ্র ফাটে··· ।।
শৃগাল শকুনি তায়, করে কলরব.... ।
অবিরল কোলাহল নয়ে কত শব··· ।।
মরি মরি কিবা দৃশ্য শ্মশানের ঘাটে··· ।
নয়নে হেরিনে বুক পাষাণের ফাটে··· ।।
হর হর ব্যোম ব্যোম, সদা বাজে গান··· ।
শ্মশানে শঙ্কর নিজে, অঙ্গে রাম ছাই··· ।।
কর্ণমূলে রাম নাম দিয়ে তিন বার··· ।
জন্ম মৃত্যু হতে জীবে, করেন উদ্ধার··· ।।
কোথাহে পার্ব্বতি পতি পড়েছি শঙ্কটে··· ।
বারাণসী পুরী যেন, অন্তে ভাগ্যে ঘটে··· ।।
উত্তরেতে অসি যার্ ; দক্ষিণে বরণা··· ।
বারাণসী বিনি তারে শুন সর্ব্বজনা··· ।।

মহারাজ হরিশচন্দ্র ; চণ্ডালের বেশে··· ।
কাটান শ্মশানে কান ; কাশী নানা ক্লেশে··· ।।
বিশ্বামিত্র কোপে তার্ ; সর্ব্বস্বান্ত হয় ।
মার্কণ্ডেয় পুরাণেতে পাবে পরিচয়··· ।।

বাজারে বাসন বেশী ; আর নামাবনী।
কৌটা বাটা বড় ঘটা ; দেখ গনি গনি··· ।।
নানারঙ্গে নানা শাড়ি, জোনা বাড়ি হয়।
গৃহস্থ নয় উচ্চদরে, দোকানেতে যায় ।।
শিব নিঙ্গ গড়ে কাশী কত কারিকরে।
শাক্ মাছ তুন্য, বিক্রী হয় ন্যায্য দরে ।।
পাথরেতে খোঁদা কাজ ; বড়ই সুন্দর ! ।
দেখা যায় যদি কেহ ; করে ঘর ।।
রুদ্রাক্ষ মানা আর ; কাশীর ভান নাম।
দেখে শুনে নও ভান, মিনে বার মাস ।।
শাক সব্জী ফন মূন ; কত তুমি চাও।
চান দিয়ে কিনে আন ; পেট ভরে খাও ।।
সুনভ বাজারে সব দুঃখ নাহি তায়।
ফন্ মধ্যে নারিকেন্ ; মেনা বড় দায়··· ।।
শ্রাবণ ভাদ্রে জন্মে ; আম আরও জাম।
বড় মিষ্ট আম্র ফন, ন্যাংড়া যার নাম ।।
কাশীর পিয়ারা, 'কুন', বড়ই বিখ্যাত··· ।

(মন্দ) ৭।

দেশান্তরে চনে যায় ; সমাদরে কত ।।
পাঁটা মেনা বড় ন্যাঠা ; দূরে যেত হয়।
দুর্গাবাড়ি ফেন কড়ি , কত নোকে নয় ।।
মদ ভাঙ্গ্ গাঁজা গুনি ; দেখ মোড়ে মোড়ে।
নেশা খোর খেয়ে ভোর ; পথে, ঘাটে, পড়ে ।।
চণ্ডু চরশ্ বড় সরস ; চক্ষু মুদে খাবে।
দেশী মন্দ কাণ্ড, সোঁপী ; সস্তা দরে পাবে ।।
রাব্ড়ি মিষ্টান্ন মধ্যে ; বড় মন্দ নয়··· ।
চম্ চম্ নামে বর্ফি···, আরো ভান হয়··· ।।
খেন্না মাটীর দ্রব্য ; সত্য ভান বটে··· ।
গব্য দ্রব্য মধ্যে দধি ; টকে প্রাণ চটে··· ।।
(পণ্ডিত) বাপুদেব' বান শাস্ত্রী ; কৃষ্ণানন্দ আর।
কত বক্তা কাশী মধ্যে ; সংখ্যা করা ভার ।।
গ্রহদোষে কারাবাসে ; স্বামী কৃষ্ণানন্দ··· ।
রাহুযথ্য গ্রাসে চন্দ্র ; ভাগ্য বড় মন্দ··· ।।

কৃতকর্ম্ম, ফনাফন ; কোথা নাহি যায়··· ।
কান পূর্ণ হনে জীব ; অবশ্যই পায়··· ।।
বক্তৃতা শুনিনে যার্ ; চক্ষে ধারা বয়··· ।
এ জনমে নীনা তার ; হয়ে গেছে হায়··· ।।
বিথা শূন্য বৃহস্পতি কত আছে কাশী ।
টীকি নেড়ে ধিকিধিকি ঘোরে দিবানিশি ।।
পড়া নাই শুনা নাই ; নাম বিথা নিধি··· ।
অবিথা সেবাতে রত ; হায় পোড়া বিধি ! ।।
কাশী যাও কষ্ট নাই ; রেলগাড়ি চেপে ।
দেখন ম্বরী মনেম্বারী, মন যাবে খেপে ।।
গঙ্গার উপরে সেতু ; প্রথমে দেখিবে ।
পার হয়ে কত কীর্ত্তি, নয়নে হেরিবে ।।
গণ্ডা গণ্ডা পাণ্ডা কত, পথে তুমি পাবে ।
মণ্ডা মত মিষ্ট বাক্যে ; তোমাকে ভজাবে ।।
মনিকরণিক তীর্থে ; আগে স্নান কর··· ।
জপ্ তপ্ সেরে হৃদে, ইষ্ট চিন্তা ধর ।।
মা-মা-শব্দে যাও ; অন্নপূর্ণা মারে ।
দেখিবে সুন্দর মূর্ত্তি, মন্দির মাঝারে ।।
কৃপাময়ী কাশীশ্বরী ; বসে সিংহাসনে ।
তুলসী চন্দন দাও ; মায়ের চরণে··· ।।
(কাশী) ভিন্ন ভিন্ন দেব মূর্ত্তি, দেখ তুমি কত··· ।
বাণী কুণ্ড শিব নিঙ্গ ; আছে শত শত ।।
'জ্ঞান বাড়ো' মহাতীর্থ ; বিশ্বেশ্বর পাশে ।
তার জন পান কর ; সর্ব্বপাপ নাশে ।।
যবনের অত্যাচারে ; স্বয়ং বিশ্বেশ্বর··· ।
'জ্ঞান বাপী' মধ্যে তিনি ; জনের ভিতর··· ।।
বাপ নিঙ্গে আবির্ভর, কাশী বিশ্বনাথ ।
হেঁট মুণ্ডে কর পুটে ; কর প্রনিপাত ।।
কত জনা বসে হেথা, করে চণ্ডী পাঠ্ ।
কানে কথা গুনাভার, নেগে যায় হাট ।।
কত ভক্ত গঙ্গা জন, আর বিল্বদনে ।
পূজো করে বিশ্বম্বরে, সদা কুতুহনে··· ।।
হর হর ব্যোম্ ব্যোম্, জয় শিব শম্ভো··· ।
ভক্ত মুখে ব্যক্ত হনে, হয় হৃদ কম্প··· ।।

মরি মরি কিবা দৃশ্য, বিশ্বেশ্বর ঘরে।
যাও ভক্ত হবে মুক্ত, না যাবে জঠরে॥
বিশ্বেশ্বর সন্ মুখে, নাম দণ্ডপানী…।
অগ্রে পূজা পান তিনি, শুনিবেন জ্ঞানী॥
পশ্চাতে সকল দেব, করিবে অর্চ্চন।
কাশী যাত্রা মাত্রাহীন, না হবে কখন॥
দরশনে বড় জ্বালা, কতই ভিক্ষুক…।
দিয়ে থুয়ে শেষ নাই ; এই বড় দুখ্…॥
স্নান মন্ত্র সঙ্গে থেকে, পড়াবে যে জন।
'গঙ্গা পুত্র' নাম তার ; জাতিতে ব্রাহ্মণ॥
দেবাচয়ে দরশন ; যে জন করায়…।
'যাত্রাওনা' নাম তার, কাশী বাসী কয়…॥
যাত্রী প্রতি এক টাকা, আর এক আনা।
'গঙ্গা-পুত্র' আদি পার্য, নাহি তায় মানা॥
সধবা কুমারী পূজা, আছে দুটী বার…।
বাড়িওনা বাবুদের তাতে বড় নাভি…॥
মর বাঁচ খুনে দাও ; যাহা আছে কাছে…।
ধাক্কাধুক্কি খেতে হয়, ভয় বড় পাছে…॥
বড়ই রহস্য কথা, শুন সর্ব্বজন…।
সধবা কুমারী চেনা ; হয় দুর্ঘটন…॥
কার মেয়ে আনে ধোরে, বনা নাহি যায়।
পূজা করো কর যোড়ে, গড় হও পায়॥
শাঁখা শাড়ি দাও চুড়ি, কড়ি যত পার।
ব্যাগ্ ধরে টানাটানি, করে কারো কারো॥
দয়া নাই মায়া নাই, দাও দাও রব।
নণ্ড পণ্ড হতে হয়… ; ভণ্ড যোগী সব…॥
সধবা কুমারী যাঁরা, হন ক্ষতি নাই।
বাড়িওনা নয় সব্, তাঁরা পান্ ছাই॥
রুক্ষ হস্তে দুঃখ পেয়ে, ঘরে ফিরে যান্!
জন যোগ মাত্র কিছু, কড়ি হাতে পান্।
এমন মজার তীর্থ; আর নাহি পাবে।
দেখে শুনে এস ভাই, চোক ফুটে যাবে॥
তারপর দণ্ডী আর, ব্রাহ্মণ ভোজন।
বার্ বার্ এইবার, সংশয় জীবন॥

পাঁচটা ব্রাহ্মণ যদি, নিমন্ত্রন করো।
শত শত অনাহূত, করে জ্বর জ্বর ॥
খেতে দাও বড় ভান, আশীর্ব্বাদ পাবে।
না হয় পয়সা কিছু নিয়ে তবে যাবে ॥
কাঙ্গানী বাঙ্গানী বেশী, কাশী দেখতে পাই।
অর্দ্ধচন্দ্র দাও, তবু, পেট টানা চাই ॥
বাঙ্গানী টোনাতে বাস, করা বড় দায়।
নোকের গরমে যেন, জীবন সংশয় ॥
জ্বর জ্বাড়ি বাড়ি বাড়ি, বড় মন্দ নয়।
মহামারী দেখা দিনে, সর্ব্বনাশ হয়… ॥
কাশীর নিকটে স্থান, নাম শিক্‌-রোন…।
সুখে বাস কর সেথা, নাহি কোন গোন ॥
জন বায়ু খুব ভান, ভাঙ্গা দেহ সারে।
(কত) বাবু ভেয়ে বায়ু খেতে, এসে বাস করে ॥
জজকোর্ট শিকরোনে, সদর কাছারি…।
(দেখ) সাম্‌না বেঁধে সাম্‌না কত, ঘোরে সাদ্ধি সারি ॥
এই স্থানে কৃষ্ণানন্দ ; জজের বিচারে।
বনাৎকার অপরাধে, যান কারাগারে ॥
(কাশী) ডাক্‌তার কবিরাজ, কত তুমি চাও।
মোড়ে মোড়ে দেখতে পাবে, ভিজিট কিছু দাও ॥
কথকের সংখ্যা বেশী, পুরে নাকো আশা।
যৎকিঞ্চিৎ দিনে কথা, কয় বার মাস ॥
শিবের পূজারি কত, পৈতে ফোটা-ধারী।
পুষ্প পাত্র হাতে নয়ে, ঘোরে বাড়ি বাড়ি ॥
সকন বাড়িতে শিব, প্রায় দেখতে পাই।
শিব ছাড়া অন্য মূর্ত্তি, বড় কাশী নাই… ॥
শিবধন্য কাশীপুরী, এই হেও কয়…।
পঞ্চ ক্রোশী বারাণসী, শুদ্ধ শিবময়… ॥
অধিক ভ্রমণে যদি, শ্রম জ্ঞান হয়।
সংক্ষেপেতে বনে দিই, দর্শন উপায় ॥
অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর, আর দণ্ডপাণী।
ভৈরব, কেদার নাথ, শ্রেষ্ঠ বনে জানি ॥
(কাশীর) দক্ষিণেতে দুর্গাদেবী, দুর্গতি হারিণী।
কান ভয় হোতে কাশী রাখেন জননী ॥

আর গণপতি হেথা, নাম চিন্তামণী ।
এই কটি দরশনে, পুণ্যফল মানি ॥
আর যত পার দেখ, তাহে ক্ষতি নাই ।
স্থূলকথা বলে দিনু, মনে রেখ ভাই ॥
জনতীর্থ মধ্যে শ্রেষ্ঠ মণি-করাণিকা ।
তারপর কত আছে, নাহি লেখা জোখা ॥
বিয়াল্লিশ নিঙ্গ কাশী, শুন সর্ব্বজন ।
অনাদিনা মেতে তাঁরা, খ্যাত ত্রিভুবন ॥
ওঙ্কার ত্রিনোচন, আর বীরেশ্বর ।
এইরূপ পরিচয়, পাবে পর পর ॥
দেবতা অসুর নর, গন্ধর্ব্ব গণ ।
কতজনে কত শিব, করেছে স্থাপন ॥
পরিচয় দিতে গেনে, পুঁথি বেড়ে যায় ।
জনে স্থনে কত আছে, সংখ্যা করা দায় ॥
শিব শর্ম্মা নামে কোন, ব্রাহ্মণ সন্তান ।
বারমাস কোরে বাস, শেষ নাহি পান্ ॥
তিনে তিনে তীর্থ কাশী মিথ্যা কথা নয় ।
কাশী খণ্ড খুনে দেখ, বেদব্যাসে কয় ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতানেতে, আছে তীর্থ যত ।
শিবের আজ্ঞায় কাশী, আছেন নিয়ত ॥
এক কনা পরিমাণে, নিজস্থানে রয় ।
পঞ্চদশ কনা তীর্থ, কাশীতে উদয় ॥
কাশীবাসী অন্য তীর্থে, আর নাহি যাবে ।
সর্ব্ব তীর্থ ফন কাশী, বাসে তারা পাবে ॥
শিবের সংকল্প এই, শুন সর্ব্ব জন ।
যাও যাবে অন্য তীর্থে, যদি নয় মন ॥
বিঘ্ন হর বিশ্বনাথ, করিয়ে যতন ।
ত্রিশূন উপরে কাশী, করেন ধারণ ॥
সদা সত্য যুগ আর, উত্তর অয়ন ।
জানিবে কাশীতে ভাই, ব্যাসের বচন ॥
ভৈরব যাতনা পাপী, দেহ অন্তে পায় ।
দুরন্ত শমন ভয়, কাশী নাহি রয় ॥
জেনে রেখ পাপ ফন, কোথা নাহি যায় ।
আগে দণ্ড পরে মুক্তি, কাশী ধামে হয় ॥

অতএব সাবধান্, কাণ শুনে রেখ।
বাঁকা পথে কাঁটা দিয়ে, সোজা পথ দেখ ॥
মৃত্যু কানে ডাণ কাণ, কাশী থাকে খাড়া।
নিজ চোকে দেখা ভাই, কথা নয় বাড়া ॥
তাহার কারণ শিব, নিজে রাম নাম।
কর্ণ মূলে দেন, জীব, পায় মোক্ষধাম ॥
মৃত্যু কানে গৃহমধ্যে, প্রায় সব মরে।
কাশীবাসী তাহে কোন, দোষ নাহি ধরে ॥
মৃত্যু কানে যদি জীব, যায় গঙ্গার ঘাটে।
কাশী প্রাপ্তি হয় নাকো, গঙ্গানাভ ঘটে ॥
কত জনে কত বনে, বুঝে উঠা ভার।
যার যাহা মনে এসে, করিবে ব্যাভার ॥
'মরা' কথা ভান নয়, শুনে রেখ ভাই।
কাশী নাভ হনো "তার", এই বনা চাই ॥
ধন্য ধন্য বিশ্বেশ্বর! বিঘ্ন—বিনাশন।
মুক্তি হেও বারাণসী, করেছ সৃজন ॥
প্রণিপাত করি পায়, নাহি জানি স্তুতি।
মৃত্যু কানে তব পদে, থাকে যেন মতি ॥
আর প্রণিপাত করি, নাম দণ্ডপাণী—।
তাঁর কৃপা হনে তবে, কাশীবাস মানী ॥
বৃদ্ধ কানে ঋষিরাজ, অগস্ত্য ঠাকুর—।
দেবচক্রে কাশী হতে, হয়েছেন দূর ॥
কি জানি ভাগ্যের কথা, বনা নাহি যায়।
কাশীবাসী হনে বিঘ্ন, আছে পায় পায় ॥
দণ্ডপাণী কোপে কাশী, ত্যাজে ষড়ানন।
শ্রীশৈল পর্ব্বতে বাস, শুন সর্ব্বজন ॥
দণ্ডপাণী তুষ্ট যদি হয় কোন কানে।
কাশীবাস তবে তার, ঘটিবে কপানে ॥
কাশী ছেড়ে যান যবে, অগস্ত্য ব্রাহ্মণ।
শ্রীশৈল পর্ব্বতে তাঁর, হয় আগমন— ॥
কার্ত্তিক নিকটে কাশী, মাহাত্ম্য শ্রবণে।
শতধারা বয় তাঁর, দুইটী নয়নে।
অতএব কাশী তুন্য, নেই আর ধাম।
ত্রিনোক মাঝারে নাই, রাম তুন্য নাম ॥

(শেষ)

বাউন সঙ্গীত।

এবার, ভাঙ্গনো ভবের বাসা।
বাসা ভেঙ্গে যায় চিরদিনের মত ।।
আছে যে সব মানা মান, এই বেনা সব সমান,
সমান, নৈনে হবে সকন পয়মান, যে দিনে,
তুই হবি ফরসা ।। বসে আছ কোন সাহসে,
ধরেছে ঘুণ মটকার বাঁশে, (এখন) যারা সাহস
-দিচ্ছে এসে, তখন তারাই দেখবে রঙ্গ
তামাসা ।। ন দিকের দেওয়ান ফেটেছে, গে-
রো সকন কেটে গেছে, দেহের ছ'জন নয়কো
সুজন, তারাই তোমার কর্ম্মনাশা ।।
গুটায়ে নে তোর ক্যাঁথা ঝুনি, ছাড়মুখে বিষয়
বুনি, মুখে হরি হরি বনি, 'কর' যাবার পথ খোনসা ।।

ঐ সঙ্গীত !

আর কেন মন এ সংসারে। যাই চন সেই নগরে। □